জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৬ নভেম্বর ২০১৯ (বুধবার)

[সময়কালঃ ০৬.১১.২০১৯–১০.১১.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ভারতীয় মৌসুম বিজ্ঞান বিভাগের তথ্য অনুযায়ী (৬ নভেম্বর ২০১৯ রাত ১০.০০ টা) গভীর নিম্নচাপ- যেটি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-মধ্য ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল সেটি ঘণ্টায় ২ কি মি গতিবেগে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ৬ নভেম্বর বিকাল ৫.৩০ পর্যন্ত পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করেছে (১৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯.৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পার্শ্ববর্তী) এবং এর অবস্থান মায়া বন্দর (আন্দামান দ্বীপ) থেকে ৪০০ কিমি উত্তর পশ্চিমে, পারাদিপ (উড়িষ্যা) থেকে ৮১০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে, সাগর দ্বীপ (পশ্চিম বঙ্গ) থেকে ৯০০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে, খেপুপাড়া (বাংলাদেশ) থেকে ৯৫০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে।

অনুমান করা হচ্ছে যে গভীর নিম্নচাপের তীব্রতা বেড়ে আগামী ১২ ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ে ও আগামী ২৪ ঘণ্টায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এটিও অনুমান করা হচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত এই প্রবল ঘূর্ণিঝড় কিছুক্ষণের জন্য উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় যাবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (০৬.১১.২০১৯ সন্ধ্যা ৬.০০টা) পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি সামান্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দুপুর ১২ টায় একই এলাকায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও ঘণীভূত হতে পারে এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপকূলীয় জেলাসমূহ (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, বরিশাল, কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরগুনা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, ঝালকাঠি, ফেনী, চাঁদপুর ও পিরোজপুর) এর জন্য বিশেষ পরামর্শ প্রদান করা হলো।

১. আমন ধান ৮০% পরিপক্ক হলে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন।
২. নিরাপদ স্থানে কর্তিত ফসল সরিয়ে নিতে না পারলে, জমিতে কাটা ফসলের গাদা তৈরি করুন এবং পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখুন যাতে প্রবল বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি না হয় ।
৩. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিপক্ক সবজি ও ফল সংগ্রহ করুন।
৪. সেচ নালা পরিষ্কার রাখুন যাতে ফসলের জমিতে পানি জমে না থাকে।
৫. জমির আইল উঁচু করে দিন যাতে পানির স্রোতে দণ্ডায়মান ফসল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
৬. সেচ, সার, বালাইনাশক প্রয়োগ বন্ধ রাখুন ।
৭. বোরো বীজতলা তৈরি এবং সরিষা, ভুট্টা, ডাল, আলু ইত্যাদি বপন বন্ধ রাখুন ।
৮. খামারের সমস্ত পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখুন।
৯. আখের দণ্ডায়মান ঝাড় বেঁধে রাখুন, ফল গাছ বিশেষ করে কলা গাছের জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
১০. পুকুরের চারপাশে জাল দিয়ে ঘিরে রাখুন যাতে ভারী বৃষ্টির কারণে মাছ বের হয়ে যেতে না পারে।
১১. গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি নিরাপদ এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
১২. মৎস্যজীবীদের সমুদ্র গমন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।

এখন গুরুত্বপূর্ণ রবি ফসল যেমন আলু, সরিষা, বোরো ধান, ভুট্টা, ডাল জাতীয় ফসল বপনের সময়। বাকী জেলাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

বোরো ধান:

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। দুর্যোগপ্রবণ সময় হওয়ায় উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন।
- রোগবালাই এর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ শোধন করুন।
- দোআঁশ ও এটেল মাটি বোরো ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- পাখি যাতে বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিঢ় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।
- বীতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- বর্তমান আবহাওয়া সরিষার জমি তৈরি ও বিজ বপনের জন্য আদর্শ। বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটিতে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যেতে পারে। যদি সারিতে বপন করা হয় তাহলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেমি। বীজের অংকুরোদগমের জন্য মাটির প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রয়েছে কি না তা দেখে নিতে হবে।
- ভারি বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- বীজ বপনের আগে প্রতি হেক্টরে ১২৫-১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৭০-১৮০ কেজি টিএসপি এবং ৮৫-১০০ কেজি এমওপি ও ৮-১০ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করুন। সার প্রয়োগের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকতে হবে। বপনের সময় মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর আগাছা নিধন করুন।
- আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই, কাজেই বপনের ২০-২৫ দিন পর প্রথম সেচ দিন।

ভুট্টা:

- রবি ভুট্টার জন্য জমি তৈরি ও বপন শুরু করুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। ভুট্টা সারিতে বপন করতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি।
- ভুট্টা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করুন।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে, হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ১৬৬.৬-১৮৩.৩ কেজি ইউরিয়া, ২৪০-২৬০ কেজি টিএসপি, ১৮০-২০০ কেজি এমওপি এবং ৪ টন গোবর প্রয়োগ করুন।
- আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই কাজেই বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের ৩০ দিন পর অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলুন।
- বীজ বপনের পর ৩০ দিন পর্যন্ত আগাছা নিধন করুন।

মসুর:

- সুনিষ্কাশিত দোআঁশ/বেলে দোআঁশ/এঁটেল মাটিতে মসুর চাষ করুন।
- বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০ (কার্বোজিন+থিরাম) দিয়ে বীজ শোধন করে নিন (২.৫ গ্রাম/কেজি হারে)। এর ফলে বীজ ও চারা পচা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
- বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২৫-৩০ সেমি।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮০-৯০ কেজি টিএসপি ও ৩০-৪০ কেজি এমওপি প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর আগাছা নিধন করুন।

আলু:

- আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা আলুর জমি তৈরি ও আলু লাগানোর জন্য আদর্শ। নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে অনুমোদিত জাতের বীজ সংগ্রহ করে জমিতে লাগাতে হবে।
- আলু চাষের জন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করুন।

- আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই কাজেই জমি প্রস্তুতি অব্যাহত রাখুন। জমিত ভালোভাবে চাষ দিতে হবে যাতে সেচের পানি সম্পূর্ণ জমিতে পৌঁছায় এবংমাটির আর্দ্রতা যথাযথভাবে বজায় থাকে।
- বপনের আগে ১ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে কন্দগুলো ১০ মিনিট শোধন করে নিতে হবে।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ২ কেজি হারে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি গোবর এবং ১০ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করুন। চারা রোপণের পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১৬২.৫-১৭৫.০ কেজি ইউরিয়া, ২০০-২২০ কেজি টিএসপি, ২২০-২৫০ কেজি এমওপি, ১০০-১২০ কেজি জিপসাম সারির দুই পাশের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা সার প্রয়োগের জন্য আদর্শ।
- আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেচ প্রয়োগ করুন। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৬ নভেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৫ নভেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৬ নভেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩১.০	২৩.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩০.০	১৭.৮
	টাঙ্গাইল	০০	৩১.০	২১.৫		ঈশ্বরদী	০০	৩০.০	১৮.৮
	ফরিদপুর	০০	৩২.২	২১.৮		বগুড়া	০০	৩১.৪	২০.২
	মাদারীপুর	০০	৩১.৫	২১.৮		বদলগাছী	০০	২৯.৫	১৭.৯
	গোপালগঞ্জ	০০	৩০.১	২১.৭		তাড়াশ	০০	৩০.২	২১.০
	নিক্‌লি	০০	৩০.৫	২১.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩১.২	২০.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩১.০	২২.০		দিনাজপুর	০০	৩০.০	১৮.০
	নেত্রকোনা	০০	৩০.৬	২২.০		সৈয়দপুর	০০	৩১.০	১৭.৯
						তেঁতুলিয়া	০০	২৯.৮	১৬.৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩২.০	২৩.০		ডিমলা	০০	৩০.৪	১৯.৪
	সন্দ্বীপ	০০	৩১.১	২১.১		রাজারহাট	০০	২৯.৩	১৯.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩১.৩	২১.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩১.৪	২০.৬	খুলনা	খুলনা	০০	৩১.০	২২.০
	কুমিল্লা	০০	৩০.৯	২১.২		মংলা	০০	২৯.৩	২২.৯
	চাঁদপুর	০০	৩১.৫	২৩.৪		সাতক্ষীরা	০০	৩০.৬	২১.৪
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩১.০	২৩.৪		যশোর	০০	৩১.০	১৯.৮
	ফেনী	০০	৩১.৬	২১.২		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩০.৭	১৮.০
	হাতিয়া	০০	৩০.৫	২১.৯		কুমারখালী	০০	৩০.৩	২২.৬
	কক্সবাজার	০০	৩৩.৫	২৩.০					
	কুতুবদিয়া	০০	৩২.২	২২.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.৭	২১.০
	টেকনাফ	০০	৩২.৮	২৩.৪		পটুয়াখালী	০০	৩০.১	২২.৪
						খেপুপাড়া	০০	৩০.৫	২১.৮
সিলেট	সিলেট	০০	৩০.৭	২১.২		ভোলা	০০	৩০.২	২১.৫
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩০.৭	১৯.৭					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.২০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৪৯ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে। তবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশের রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৫ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

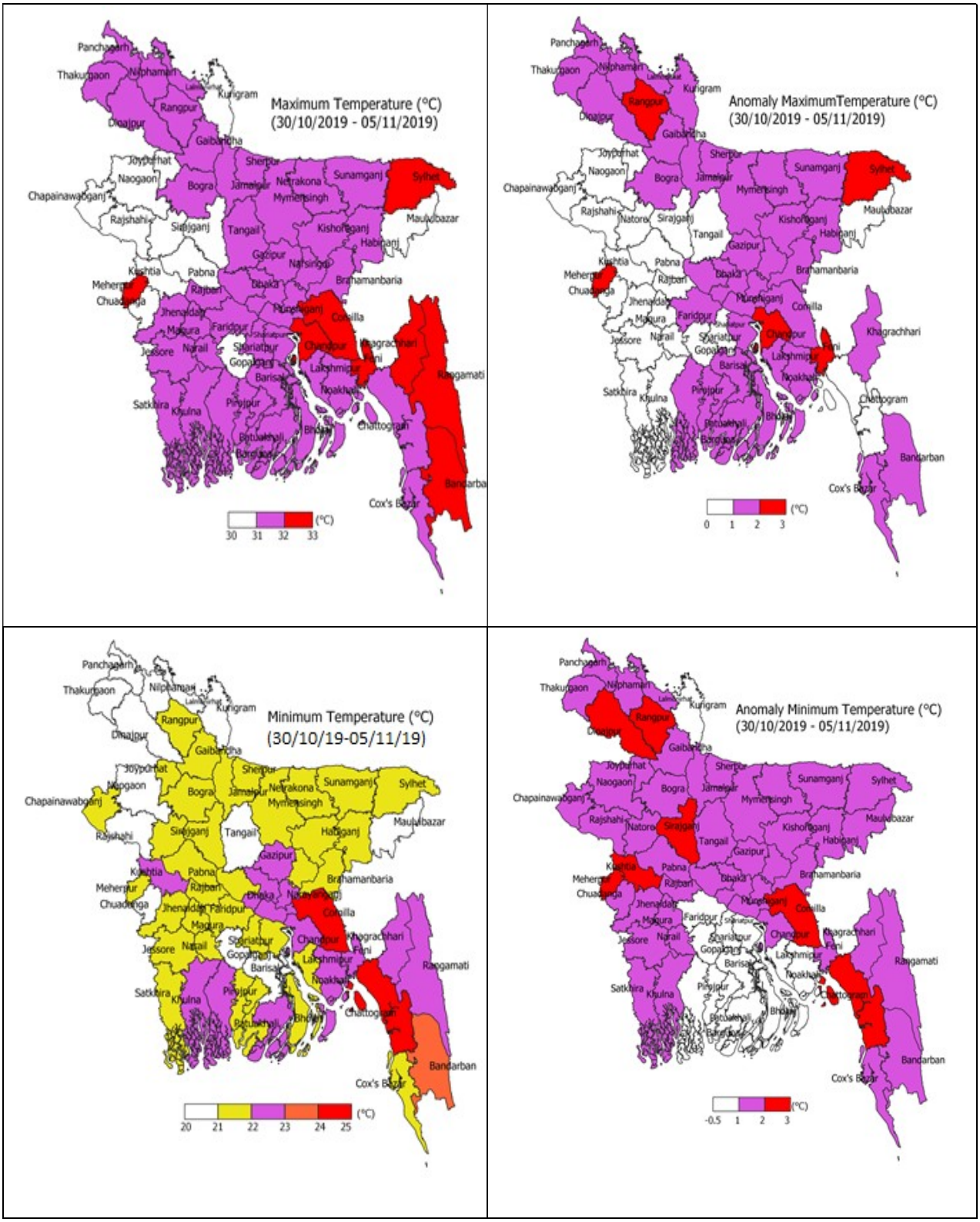

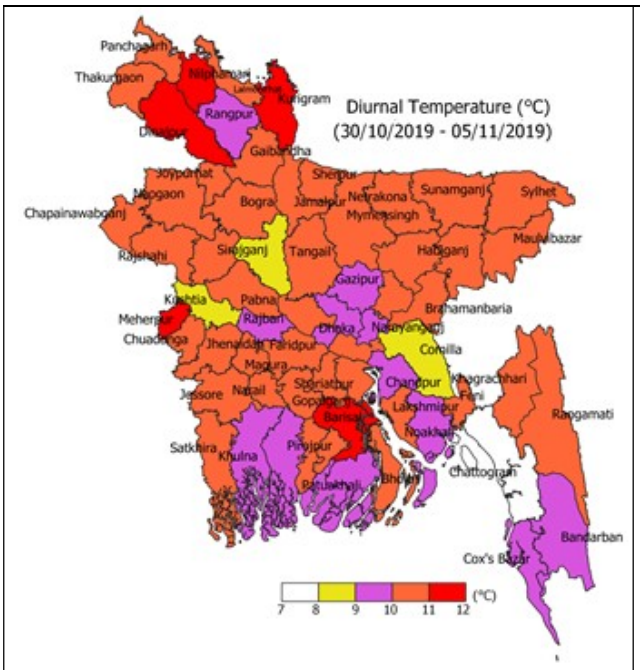
Diurnal Temperature (°C)
(30/10/2019 - 05/11/2019)
(°C)
7 8 9 10 11 12

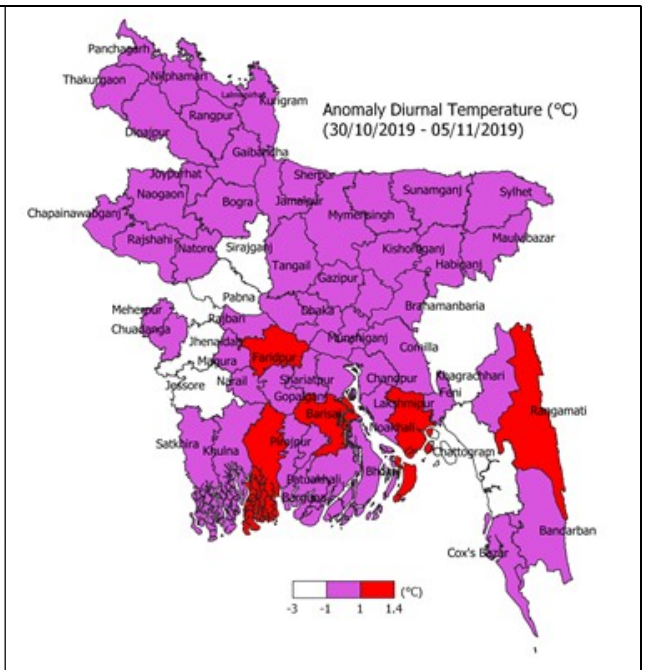
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(30/10/2019 - 05/11/2019)
(°C)
-3 -1 1 1.4

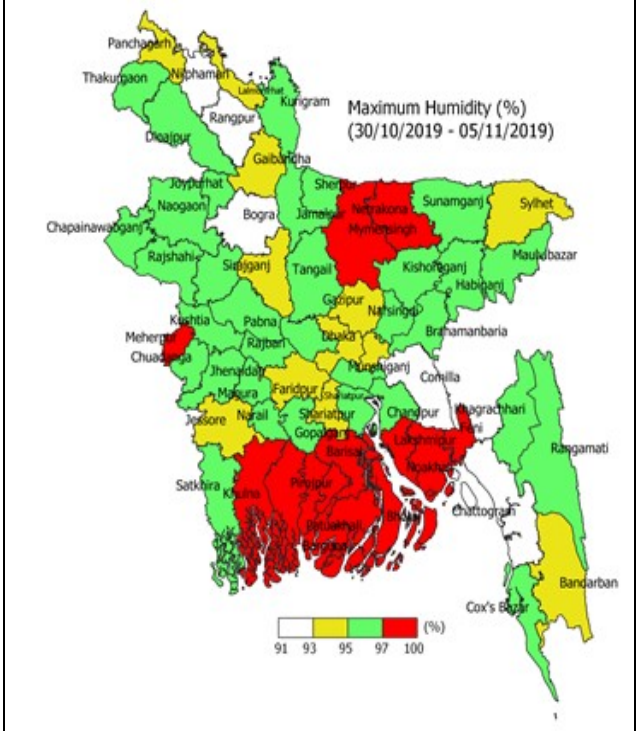
Maximum Humidity (%)
(30/10/2019 - 05/11/2019)
(%)
91 93 95 97 100

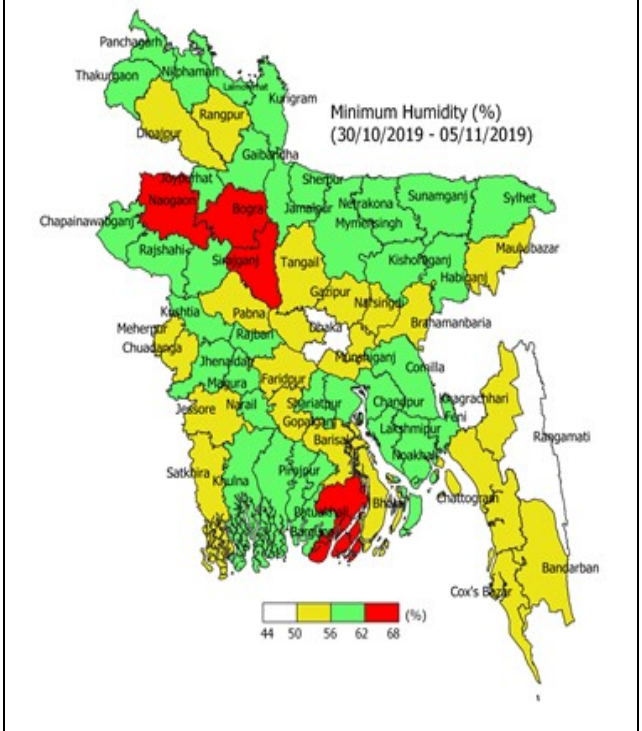
Minimum Humidity (%)
(30/10/2019 - 05/11/2019)
(%)
44 50 56 62 68

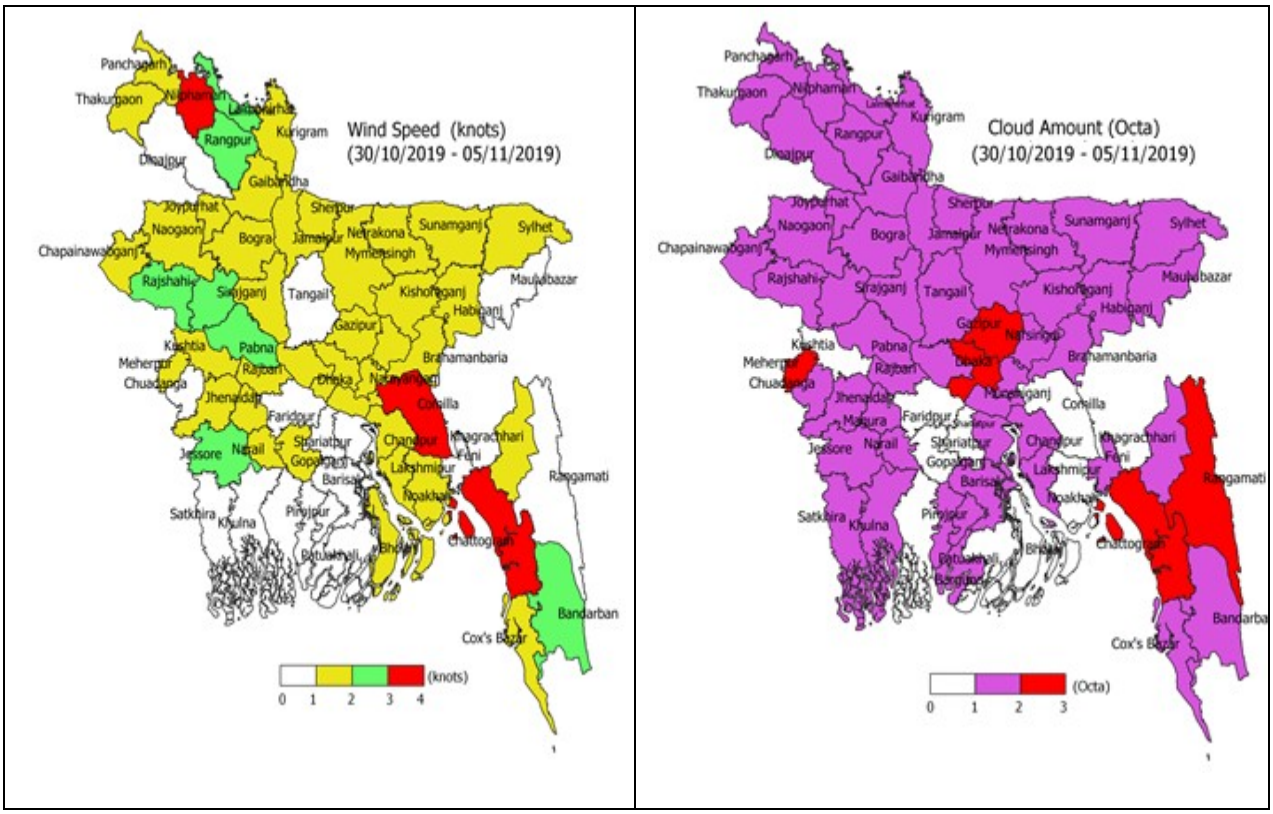

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৩/১১/২০১৯ হতে ১০/১১/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.৫০ থেকে ৬.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.২৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.২৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে,সেই সাথে এ সময়ের শেষে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হালকা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
- এ সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে ও নদী অববাহিকায় হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৬ নভেম্বর হতে ১০ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

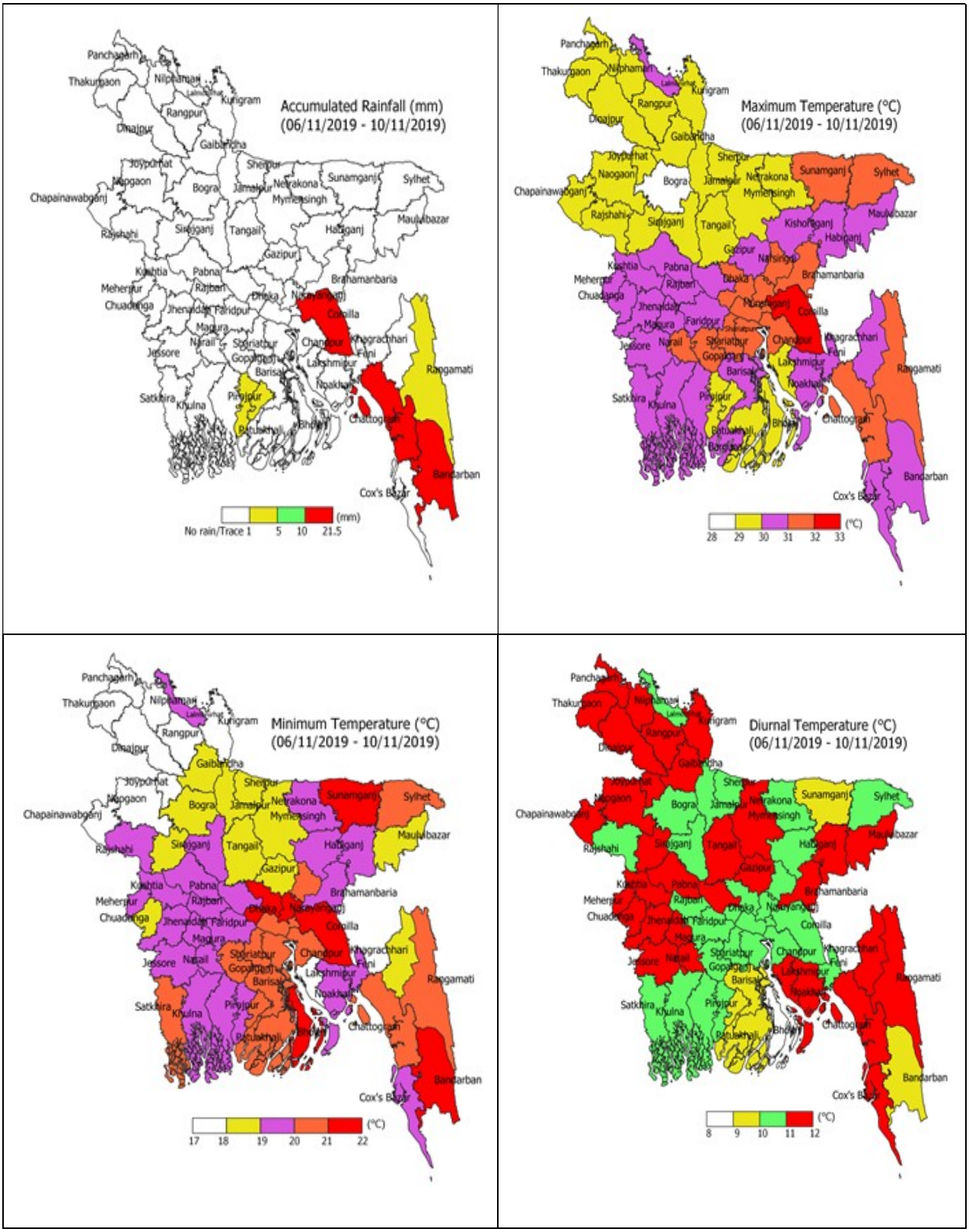

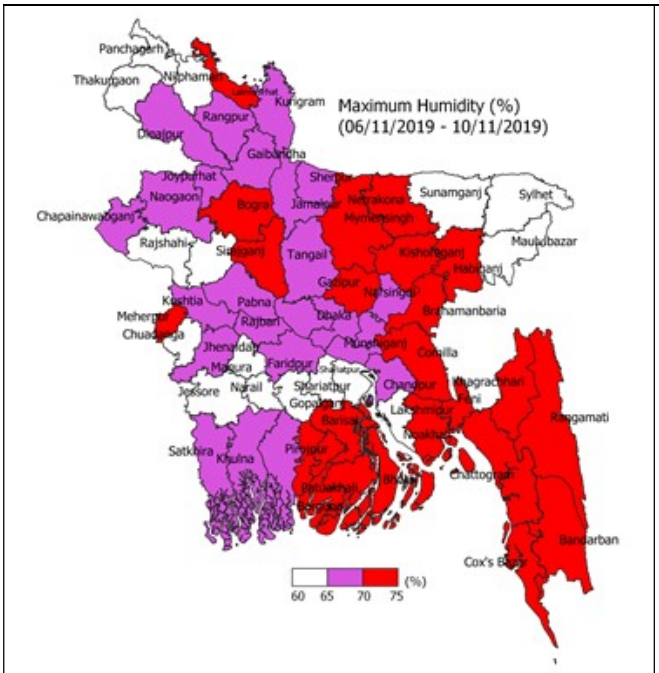

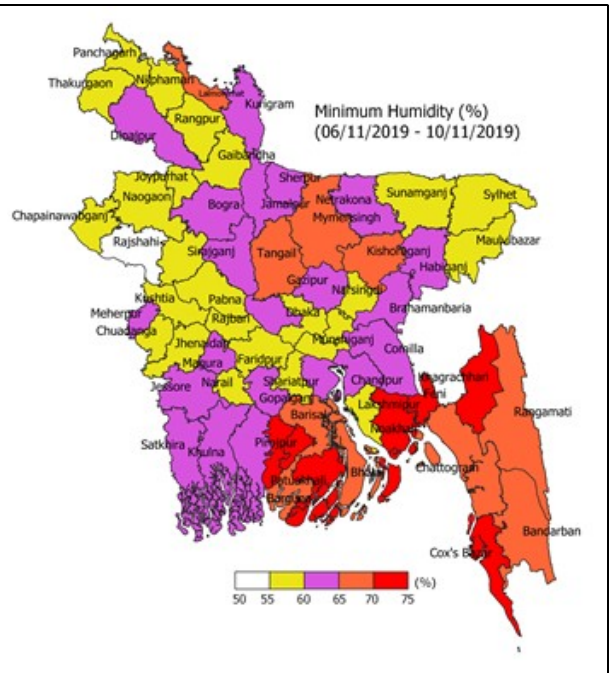

Maximum Humidity (%)
(06/11/2019 - 10/11/2019)
60 65 70 75
(%)
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Rangpur
Dinajpur
Gaibandha
Joypurhat
Naogaon
Chapainawabganj
Rajshahi
Bogra
Sirajganj
Sherpur
Jamalpur
Netrakona
Mymensingh
Sunamganj
Sylhet
Maulvibazar
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Gazipur
Narsingdi
Kushtia
Pabna
Rajbari
Meherpur
Chuadanga
Dhaka
Brahamanbaria
Jhenaidah
Munshiganj
Comilla
Magura
Faridpur
Shariatpur
Jessore
Narail
Gopalganj
Chandpur
Khagrachhari
Feni
Lakshmipur
Rangamati
Barisal
Noakhali
Satkhira
Khulna
Pirojpur
Bhola
Chattogram
Patuakhali
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar

Minimum Humidity (%)
(06/11/2019 - 10/11/2019)
50 55 60 65 70 75
(%)
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Rangpur
Dinajpur
Gaibandha
Joypurhat
Naogaon
Chapainawabganj
Rajshahi
Bogra
Sirajganj
Sherpur
Jamalpur
Netrakona
Mymensingh
Sunamganj
Sylhet
Maulvibazar
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Gazipur
Narsingdi
Kushtia
Pabna
Rajbari
Meherpur
Chuadanga
Dhaka
Brahamanbaria
Jhenaidah
Munshiganj
Comilla
Magura
Faridpur
Shariatpur
Jessore
Narail
Gopalganj
Chandpur
Khagrachhari
Feni
Lakshmipur
Rangamati
Barisal
Noakhali
Satkhira
Khulna
Pirojpur
Bhola
Chattogram
Patuakhali
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar

Wind Speed (knots)
(06/11/2019 - 10/11/2019)
1 2 3 4
(knots)
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Rangpur
Dinajpur
Gaibandha
Joypurhat
Naogaon
Chapainawabganj
Rajshahi
Bogra
Sirajganj
Sherpur
Jamalpur
Netrakona
Mymensingh
Sunamganj
Sylhet
Maulvibazar
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Gazipur
Kushtia
Pabna
Rajbari
Meherpur
Chuadanga
Brahamanbaria
Dhaka
Narayanganj
Jhenaidah
Comilla
Faridpur
Shariatpur
Chandpur
Khagrachhari
Feni
Jessore
Narail
Gopalganj
Lakshmipur
Rangamati
Barisal
Noakhali
Satkhira
Khulna
Pirojpur
Bhola
Chattogram
Patuakhali
Bandarban
Cox's Bazar

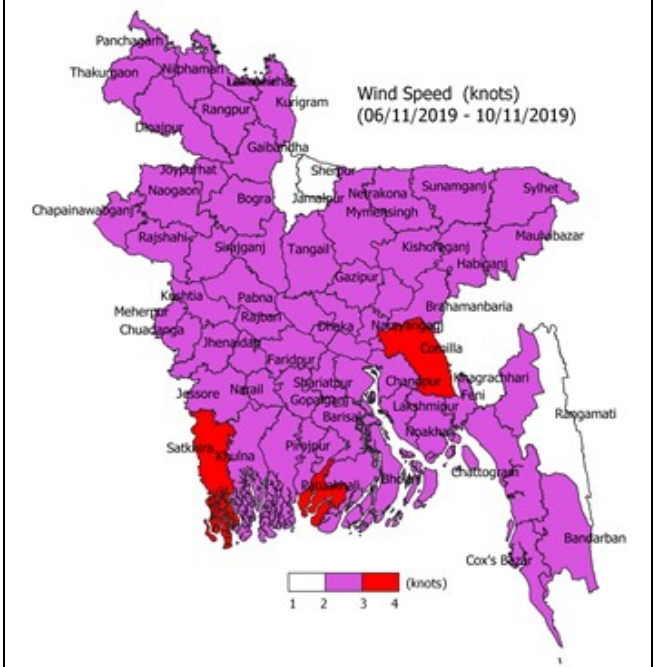

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 43 (22 October-28 October) over Agricultural regions of Bangladesh

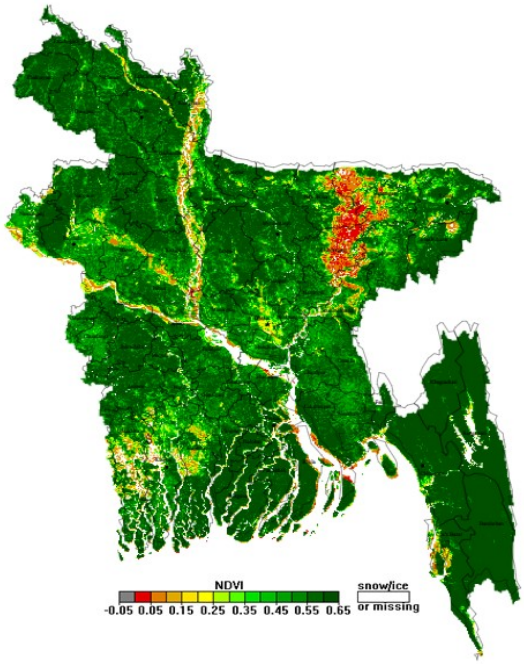

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 43 (22 October-28 October) over Agricultural regions of Bangladesh

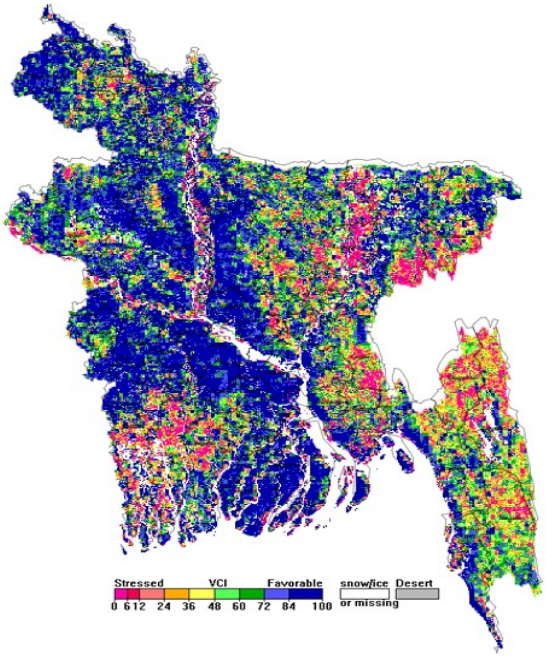

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 43 (22 October-28 October) over Agricultural regions of Bangladesh

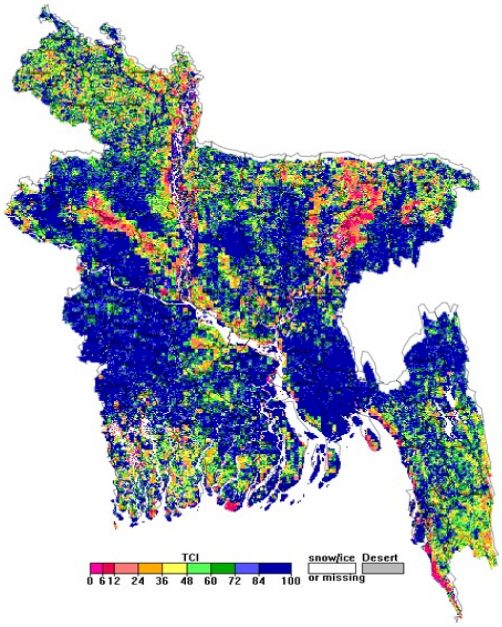

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 43 (22 October-28 October) over Agricultural regions of Bangladesh

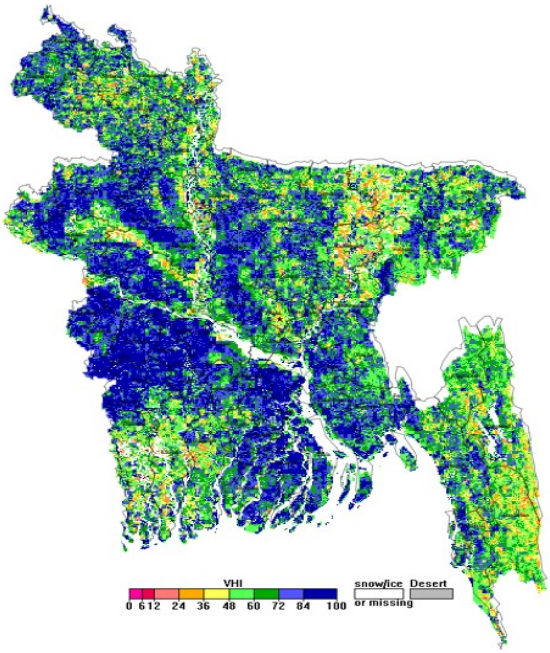

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত চার সপ্তাহে ও অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলিতে হালকা শুষ্ক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জেলাগুলি হালকা থেকে মাঝারি অবস্থায় ভেজা ছিল।

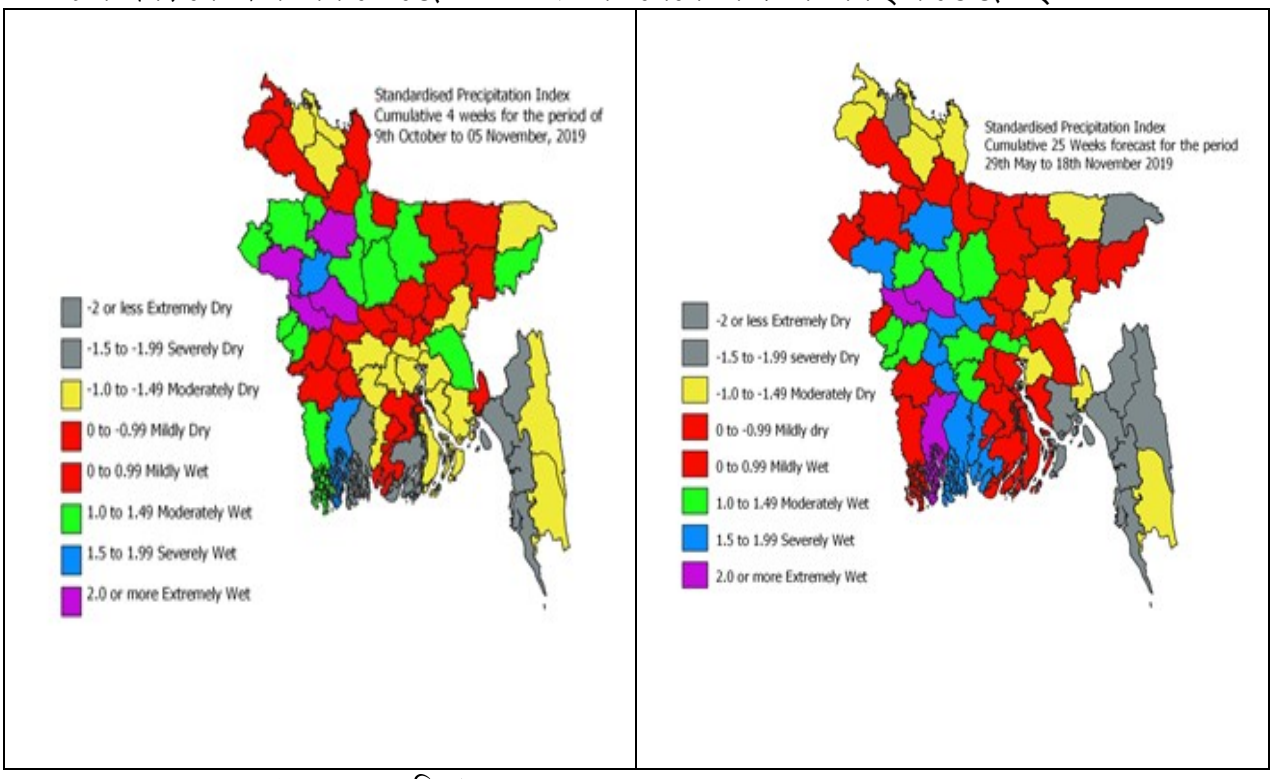

Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর